Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 730 - 739
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 730 - 739
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে অপরাধী চরিত্রের গঠন

গার্গী বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
Email ID : gargi.bethune@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Structure-Construction-Activities of Criminal Character-Making process of Criminal Character.

Abstract
The oppression of the British increased in colonial period. After that, people's lives become uncertain and that's why people, mainly men, and women was getting cruel and ferocious. Gradually, the level of crime increased. Numbers of robber and Thagi gradually increased in our society. In this situation, the police system was activated in Bengal.

On that time, young generation of Bengal, maximum young men employed as a policeman. Their job was mobile. After joining the post of Daroga, the young men took part in important role to reduce the level of crime. Later, their own life's experiences became detective stories and novels for the readers. Bangalee got their history of crime.

At the later time, there was imitation of foreign detective literature was noticed in our own crime fiction. But after that, some prime detective literature was written by Bengali authors.

Not all stories or novels have criminal characters. For the sake of the plot, author creates the criminal characters in a particular design or pattern. This is the main discussion topic for the paper.

Discussion

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির উত্থান প্রসঙ্গ আসলে, স্বাভাবিক ভাবেই বিদেশি গোয়েন্দা কাহিনির কাছে ঋণ স্বীকার করতেই হয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অপরাধ এবং অপরাধীর ধারণা পেতে অসুবিধা হয় না, মানবসভ্যতার আদিকাল থেকেই অপরাধের ধারনা কম-বেশি বর্তমান। দেশীয় কাহিনিতেও অপরাধ প্রবণতা, অপরাধ সনাক্তকারীদের পরিচয়ও মেলে। কিন্তু প্রথাগতভাবে গোয়েন্দা সাহিত্যে অপরাধ-অপরাধী প্রসঙ্গ এবং আরও সূক্ষ্মভাবে বলা চলে, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে অপরাধ এবং অপরাধ সম্পর্কিত অপরাধীর ধারণা অনেক পরে এসেছে। বলা ভালো, বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনির শাখাটি-ই অনেক পরে বিস্তার লাভ করেছে। আর, এইখানেই বিদেশি গোয়েন্দা কাহিনির ওপর বাংলা ভাষায় গোয়েন্দা কাহিনি অল্প-বিস্তর ঋণী। এখানে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি সচেতন হয়ে বলা যায়, দীর্ঘ দু'শ বছর ব্রিটিশ অধীনে ভারতবর্ষ ছিল, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রভাব যে সেখানে বর্তমান, তা বলাই বাহুল্য।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্টির জগতেও শিল্প-সাহিত্যেও ব্যাপক রদ-বদল ঘটেছিল। একদিকে যেমন রিয়্যালিস্ট নভেলের চাহিদা বাড়ছিল, তেমনি অন্যদিকে রোম্যান্টিক নভেলের প্রতি একদলের আকর্ষণও

তৈরি হচ্ছিল। এই রোম্যান্টিক নভেলের ধারা-ই ক্রমে বিবর্তিত হয়ে, তার একটি শাখা ডার্ক- রোম্যান্টিসিজমের পথ নেয়। এই ডার্ক-রোম্যান্টিসিজমের ধারা পরবর্তীতে বিবর্তিত হয়ে তার একটি শাখা গোয়েন্দা কাহিনির দিকে মোড় নেয়। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে তারই প্রতিফলন বাংলা সাহিত্যে এসে পড়ে।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একদিনে গোয়েন্দা কাহিনি বিস্তৃতি লাভ করেনি। বাংলায় ঔপনিবেশিক রাজত্বকালে ব্রিটিশদের অত্যাচারের রূপ ভয়াবহ আকার ধারন করে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমে অনিশ্চিত আকার নেয়। স্বাভাবিকভাবেই, অপরাধের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর রূপ নিতে থাকে। মানুষ-ই মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর হতে শুরু করে। সমাজে দস্যু, জলদস্যু, ঠগীর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই অরাজক পরিস্থিতির সামাল দিতে বাংলায় পুলিশি ব্যবস্থা কঠোর পদক্ষেপ নেয়। বাংলায় পুলিশি ব্যবস্থার রূপ সক্রিয় অবস্থান গ্রহণ করলে, পরিস্থিতিকে আরো সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করতে, এই পুলিশি কার্যে অনেক বাঙালি তরুণ নিযুক্ত হয়। তারা তাদের কর্মসূত্রে প্রাপ্ত অপরাধ কাহিনির অভিজ্ঞতা একত্রে সংগ্রহ করে অপরাধ কাহিনির একটি ধারার প্রচলন করেন।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, অপরাধ কাহিনির মূল দুটি দিক বর্তমান। একটি হল, অপরাধের ঘটনা, অন্যটি হল অপরাধ অন্বেষণের ঘটনা। প্রথম কাজে ভূমিকা নেয় একজন অপরাধী। দ্বিতীয় কাজটি অপরাধীর হাতে থাকে না। তার দায়িত্ব পড়ে দারোগা, পুলিশ অথবা গোয়েন্দার হাতে। অনেক সময় প্রাইভেট ডিটেকটিভ বা বলা চলে, শখের গোয়েন্দা নিজে থেকে কেসটি সমাধান করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম ঘটনাতে তাৎক্ষণিক কাজের মাত্রা থাকে অনেক বেশি। পরেরটিতে পরিকল্পনা করে এগিয়ে যাওয়ার ভূমিকা থাকে অনেক বেশি। বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে যে কাহিনিগুলি পুলিশি কাহিনি আকারে লেখা হয়, তাদের মধ্যে অন্যতম হল, বরকতউল্লা বা বাঁকাউল্লা, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র বসুর কাহিনিগুলি।

এরপর অপরাধের কাহিনিতে গোয়েন্দার ভূমিকা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক-তৃতীয় দশকের সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনির প্রাচুর্য বাড়তে থাকে। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে যেমন পুলিশি কাহিনির আধিক্য দেখা যায়, বিশ শতকের শুরুর দিকে বিদেশী গোয়েন্দা সাহিত্যের অনুবাদের একটি প্রচলিত ধারা সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে। দীনেন্দ্রকুমার রায়, পাঁচকড়ি দে-র রচনায় অনুবাদের প্রবণতা চোখে পড়ে। এরপর বাংলায় স্বতন্ত্র গোয়েন্দা কাহিনি লেখার সংখ্যা বাড়তে থাকে। তবে, সেই লেখাতেও কয়েকটি চরিত্রে বিদেশী চরিত্রদের প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়।

বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনি কিছু নিজস্ব ঢং-এ পরিবেশিত হতে থাকে। মূলত বিশ শতকের গোড়ার দিকে যেসব লেখকরা গোয়েন্দা কাহিনি লেখেন, তারা নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করেন। এই বিশেষত্ব গুলি অনুসরণ করার ফলে কিছু ক্ষেত্রে তা পাঠকের কাছে একঘেয়েও হয়ে ওঠে। অনেক কাহিনিই উদ্দেশ্যমূলক ভাবে লেখা হয়েছে কিশোরদের উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্যমূলকভাবেই ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের গোয়েন্দা কাহিনিতে মহিলা চরিত্রদের পাঠকের সামনে বিশেষভাবে আনা হয়নি। সুখকর কিশোরপাঠ্য রচনার উদ্দেশ্যে গোয়েন্দাদের জীবনও একরৈখিক রাখা হয়েছে। কাহিনিতে প্রেম-যৌনতা প্রায় নেই বললেই চলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা অবিবাহিত রয়ে গেছে পাঠকের কাছে। যদিও এতে গোয়েন্দা কাহিনির স্বাভাবিক বিকাশ নষ্ট হয়নি, উপরন্তু, একটি ধারার জন্ম দিয়েছে। বরং, ত্রিশূল গোয়েন্দার ভূমিকা অনেকক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

অপরাধী প্রসঙ্গে বলা যায়, যেহেতু পুলিশি কাহিনি অথবা অনুবাদ কাহিনির পর কিশোরপাঠ্য হিসেবেই গোয়েন্দা কাহিনির বিকাশ বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, তাই কাহিনিতে গোয়েন্দার ভূমিকা অনেকক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। গোয়েন্দাকে বিশেষ প্রাধান্য দিতে গিয়ে অনেক লেখকই গোয়েন্দা চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অপরাধের প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এসেছে তবে, অপরাধীর চরিত্র অনেকক্ষেত্রে অনুপস্থিতও থেকেছে। কখনো কখনো অপরাধীর বর্ণনা উল্লেখ থাকলেও, নামের উল্লেখ নেই, অথবা নামোল্লেখটুকু থাকলেও তাদের মনস্তত্ত্বের পরিচয় অনেক লেখকই অগ্রাহ্য করে গেছেন। গোয়েন্দা কাহিনির বয়ানে অনেক অ্যাডভেঞ্চারমূলক কাহিনিরও জন্ম হয়েছে। এই প্রসঙ্গে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মামাবাবু, বুদ্ধদেব গুহর ঋজুদা অথবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবুর কাহিনিগুলির প্রসঙ্গের কথা উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

গোয়েন্দা কাহিনির গঠন : বাংলা সাহিত্যে প্রথমে পুলিশি কাহিনির রূপে যেহেতু অপরাধ কাহিনি বা গোয়েন্দা কাহিনির আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে, ফলে প্রথম দিকে তার রচনার গতি নিজস্ব ধারায় বর্ণিত হতে থাকে। এই পুলিশি কাহিনির অধিকাংশ ঘটনায় লেখকেরা যেহেতু স্বীকার করে নিয়েছেন, যে, কাহিনিগুলির অধিকাংশই সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত, ফলে ঘটনার বর্ণনায় সেখানে অধিক। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবে, উদ্দেশ্যমূলক হয়ে অথবা সমৃদ্ধ গুণসম্পন্ন হয়ে সেইসকল কাহিনি রচিত হয়নি। বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে গোয়েন্দা কাহিনির একটি নিজস্ব নির্মাণ রূপ ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যের ধারায় সংযুক্ত হয়। মূলত বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে যেসব কাহিনি অনুবাদ হতে থাকে বাংলায়, সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই কিছু ঘটনা ভৌগোলিক কারণে অথবা জলবায়ুর পার্থক্যে স্বতন্ত্র রূপ নিলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে অনুকরণের মাত্রাও চোখে পড়ে। গোয়েন্দা কাহিনির মধ্যে সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেমন, গোয়েন্দার সহকারী বন্ধু অথবা সাগরেদের উপস্থিতি চোখে পড়ে। এটির উল্লেখ শার্লক হোমসের কাহিনিতে লক্ষ করা যায়। বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কাহিনিতে যেমন, জয়ন্ত সঙ্গে মানিক, বিমল সঙ্গে কুমার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কাহিনিতে গোয়েন্দা হুকাকাশির সঙ্গে রণজিত, ব্যোমকেশ সঙ্গে অজিতেশ, ফেলুদা সঙ্গে তপসে অথবা জটায়ুর ভূমিকা উল্লেখ করা যায়।

তবে, শুধুমাত্র অনুকরণই নয়, স্বতন্ত্র ধারণার উপস্থিতিও বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ধারায় চোখে পড়ে। এ প্রসঙ্গে, ত্রিশূল ডিটেকটিভের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ত্রিশূল ডিটেকটিভ সম্পর্কে প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন,-

> "ত্রিশূল ডিটেকটিভ হল গোয়েন্দার সঙ্গে সহকারী ওয়াটসন ছাড়াও আরও এক সঙ্গী। হেমেন্দ্রকুমারের ক্ষেত্রে জয়ন্তর সঙ্গে মানিক ছাড়া সুন্দরবাবু। কিংবা হেমন্তর সঙ্গে রবীন ছাড়া সতীশবাবু।"[১]

এই ত্রিশূল ডিটেকটিভের বিষয়টি চিহ্নিত করে পাঠককে সচেতন করার পেছনে অধ্যাপক সেনেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

সময়কালের প্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনির ধরনেও কিছু পার্থক্য এসেছে। উল্লেখ করে বলা যায়, অস্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মূলত পুলিশি গোয়েন্দা কাহিনিতে পুলিশের চরিত্র অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ রূপে পাঠকের কাছে ধরা পড়ে। পুলিশের বা দারোগার ভূমিকা সেখানে অত্যন্ত সক্রিয় রূপে দেখানো হয়। পরবর্তীতে, ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে প্রাইভেট ডিটেকটিভের ভূমিকা বাড়তে থাকে। পুলিশ সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহকারী ভূমিকা পালন করে। কাহিনিগুলিতে গোয়েন্দা চরিত্র প্রধান হয়ে পড়ে। পুলিশের চরিত্র অপ্রধান হয়ে পড়ে। তবে, বিংশ শতকের সত্তর দশক পরবর্তী সময়ে পুলিশ ডিটেকটিভের ভূমিকায় সক্রিয় ভাবে গুরুত্ব পালন করে, এমন ঘটনার উদাহরণও বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে মেলে।

বাংলা সাহিত্যের গোড়ার দিকের গোয়েন্দা কাহিনি অপেক্ষা তিরিশ-পঞ্চাশ বছর পরবর্তী গোয়েন্দা কাহিনির রসদ অপেক্ষাকৃত ভাবে অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের তিরিশের দশকে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গোয়েন্দা কাহিনিতে বৈজ্ঞানিক ল্যাবের প্রসঙ্গ উঠে আসছে। অপরাধীরা বিভিন্ন দ্রব্যে বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল বা রাসায়নিক জাতীয় পদার্থ মিশিয়ে তাদের উদ্দেশ্য সফল করে। সেই কারণে গোয়েন্দাকেও হতে হয়, অনেক বেশি আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক ল্যাবের কাজে দক্ষ। তদন্তের জন্যও তাকে হতে হয় সমস্ত প্রকারে অনুসন্ধানী। অর্থাৎ, শুধুমাত্র অপরাধী অনুসন্ধান বা কেসগুলি তদন্তভিত্তিকই হয়ে পড়ছে না, অপরাধী ধরার বা অপরাধ সনাক্ত করার মাত্রাও রদবদল হচ্ছে— সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনিতে। যা সময় ক্রমে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম হচ্ছে। অপরাধী সন্ধান করার পদ্ধতিও অনেকবেশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্মত হয়ে উঠছে। ফিঙ্গার প্রিন্টের ব্যবহার এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

গোয়েন্দা কাহিনি নির্মাণ : বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে নির্মাণও করা হয়। কম-বেশি প্রায় সকল গোয়েন্দা কাহিনিতেই এই নির্মাণের রূপটি চোখে পড়ে। বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি প্রসঙ্গত, কাহিনির একটি *উত্থান পর্ব, বিকাশ পর্ব* এবং *পরিণতি পর্ব* (বক্রাক্ষর আমাদের) চিহ্নিত করা যেতে পারে। কাহিনির প্লটের ভিত্তিতে উত্থান-বিকাশ-পরিণতিকে বিচার করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 730 - 739
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ক্রাইম কাহিনীর মধ্যে অন্য দিক দিয়ে দেখলে তিনটি স্তর আছে। যেমন আছে মানুষের বেলায়- ভ্রূণ অবস্থা, শিশুকাল ও সামর্থ্য।"[২]

কোনো সুসংলগ্ন কাহিনিকে যথাযথ শিল্পের মর্যাদারূপ পেতে হলে তাকে সুষম, পরিপূর্ণ হওয়া উচিত। সেই সুষম, সংবদ্ধ, সমগ্র রূপের মধ্যে একটি আদি, মধ্য এবং অন্তিম— এই তিনরূপের বিন্যাস থাকা প্রয়োজন। গোয়েন্দা কাহিনি এর ব্যতিক্রম নয়। বরং এই বিন্যাস অনেক বেশি স্পষ্ট।

গোয়েন্দা কাহিনির অন্যতম আকর্ষণ অপরাধীকে সনাক্ত করা। পাঠক অপরাধীকে অন্বেষণের কারণেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। যে লেখক যত সুষম, সংঘবদ্ধ পদ্ধতিতে পাঠকের কাছে অপরাধীর পরিচয় করিয়ে দিতে সক্ষম হন, সেই কাহিনি তত বেশি চমকপ্রদ হয়। একইসঙ্গে বলা প্রয়োজন, সংঘবদ্ধ হতে গেলে একটি দৃঢ় পরিকল্পনা থাকা বাঞ্ছনীয়। কাহিনি গঠনের আদি-মধ্য-অন্ত্যরূপ নির্মাণ সেই পরিকল্পনারই অংশ। গোয়েন্দা কাহিনি সংক্ষেপে কী? তা বলতে গিয়ে W.H. Auden বলেছেন, -

> "The basic formula is this: a murder occurs; many are suspected; all but one suspect, who is the murderer, are eliminated; the murderer is arrested or dies."[৩]

কাহিনির শুরুতেই অপরাধীকে সনাক্ত করেন না লেখক। অপরাধীকে পাঠকের সামনে আনতে কয়েকটি পদ্ধতির সাহায্য নেন তিনি। এই পদ্ধতিগুলি-ই ক্রমে পর্বগুলির মধ্য দিয়ে আলোচনার সুবিধার্থে উল্লেখ করা হল।

আদি বা উত্থান পর্ব : কাহিনির প্লটেই আদি বা উত্থান পর্বে ঘটনাস্থলের অপরাধের সঙ্গে পাঠককূলের পরিচয় ঘটে। অপরাধের ধরন বিবৃত হওয়ার পরেই পাঠকের সঙ্গে ঘটনাস্থলে গোয়েন্দার পরিচয় ঘটে। সেই হল কাহিনির মূল নায়ক চরিত্র। তাকে নায়ক করে গড়ে তোলার জন্য অন্যান্য চরিত্রের (বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি, সাগরেদ বা পুলিশ) আবির্ভাব ঘটে। যারা গোয়েন্দার নির্দেশ অনুসারে কাজ করে এবং অপরাধী সনাক্তকরণের কাজে সহায়তা করে। মূলত কি অপরাধ ঘটেছে, কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে অপরাধ করেছে অপরাধী তারই সংক্ষেপিত একটি বর্ণনা এই অংশে করা হয়ে থাকে।

মধ্য বা বিকাশ পর্ব : গোয়েন্দা চরিত্র পাঠকের কাছে প্রকাশ হওয়ার পর গোয়েন্দা অপরাধী সনাক্তকরণের পদ্ধতি অবলম্বন করেন। সে এক নিরীক্ষা-ই বটে। গোয়েন্দা কখনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ল্যাবের বিভিন্ন কেমিক্যাল দ্বারা পরীক্ষা করে, ফিঙ্গার প্রিন্টের মতো উপকরণের সাহায্যে অপরাধী কে হতে পারে, তা বিবিধ উপায়ে একপ্রকার পর্যবেক্ষণ করে, মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তার সাহায্যে অনুমান করেন অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঠিক সত্য জেনে ফেলেন। প্রয়োজনে, জনসংযোগ মাধ্যমকেও ব্যাপক ভাবে তিনি কাজে লাগান। অর্থাৎ, অপরাধীকে চিহ্নিত করতে অথবা চিহ্নিত অপরাধীর কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে দূত হিসেবে কখনো কখনো কোনো কোনো ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন অথবা, নিজে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অপরাধীর ঠিকানা জানতে বা তার কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে তৎপর হন। কিন্তু, সর্বসমক্ষে সাক্ষী রেখে গোপন তথ্য প্রকাশ সময় এটি নয়। গোয়েন্দা তথা লেখক এটি পরবর্তী পর্যায়ে প্রকাশের জন্য পরিকল্পিত উপায়ে সিদ্ধান্ত নেন। অর্থাৎ, অপরাধী সনাক্তকরণের সম্পূর্ণ যে পদ্ধতি তা এই অংশে বিবৃত থাকে।

অন্তিম বা পরিণতি পর্ব : গোয়েন্দা কাহিনির এই অংশে সমস্ত পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষা শেষে অপরাধী দলকে বা মূল অপরাধীকে পাঠকের কাছে চিহ্নিত করেন। প্রয়োজনে তার শাস্তির দায়িত্ব নিজে নেন, অবশ্যই তা অপরাধের মাত্রার ওপর নির্ভর করে অথবা তাকে কখনো কখনো পালিয়ে যেতেও সাহায্য করেন, বা পালিয়ে যেতে বাধা দেন না। কখনো তিনি ভারতীয় বিচারব্যবস্থা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুসরণ করে ভারতীয় সংবিধানের নিয়ম মেনে পুলিশের হাতে ছেড়ে দেন। সংশোধনাগারে সেই অপরাধী বা অপরাধীদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। কখনো অপরাধীর অপরাধটুকুকে চিহ্নিত করেন শুধুমাত্র গোয়েন্দা। কখনো তা সংশোধনের দায়িত্ব নেন তিনি। অপরাধীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা তার কর্তব্য নয়। প্রশাসনিক কাজের পূর্বাবস্থা পর্যন্ত, এককথায় বলা চলে পাঠকের কাছে রহস্য উন্মোচন করা গোয়েন্দার মূল কাজ। যেমন— তিনি কাহিনির অন্তিম বা পরিণতি পর্বে করে থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে শাস্তিপ্রদানের জন্য পুলিশি সাহায্য নেন। অপরাধের মাত্রা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 730 - 739
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কখনো তার হেরফেরও ঘটে। কখনো কখনো কাহিনিতে অপরাধীর আত্মহত্যা ঘটলে এক ট্র্যাজিক পরিণতিতে কাহিনির সমাপ্তি ঘটে।

অন্তিম বা পরিণতি পর্ব পরবর্তী অংশ--- গোয়েন্দার প্রাথমিক কাজ রহস্য উন্মোচনের পরে পরিসমাপ্ত হলেও, পাঠকের কাছে তার অথবা লেখকের কিছু দায়বদ্ধতা অবশিষ্ট থেকে যায়। অপরাধের ধরন, অপরাধী সনাক্ত করার পদ্ধতি এবং অপরাধী চিহ্নিত হওয়ার পর, পাঠকের প্রাথমিক কৌতুহল নিবৃত্তি হয় বটে, তবে সম্পূর্ণ নয়। এই কৌতুহলকে সম্পূর্ণ করতেই এই অংশটির গুরুত্ব থাকে। পরিণতি পরবর্তী অংশে অপরাধীর অপরাধ করার সম্পূর্ণ পদ্ধতির বিবরণ এবং অপরাধ করার কারণ উল্লেখ থাকে। যদিও, এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন, সব লেখক সব কাহিনিতে ব্যাখ্যা দেন না। অথবা সব গোয়েন্দা অপরাধীর অপরাধ করার প্রবণতা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা বোধও করেন না। কিন্তু, এই বিবরণ থেকেই অপরাধের প্রবণতা তথা অপরাধীর মনস্তত্ত্ব পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়। গোয়েন্দা কাহিনিও এইখানেই সার্থক হয়ে ওঠে। পাঠকের মন জয় করে।

ব্যতিক্রম হিসাবে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু কাহিনিতে আলাদা করে অপরাধের সন্ধান অনেকক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, সেইসব কাহিনিতে রহস্যের সমাধান করা-ই গোয়েন্দার মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব, পরিণতি পরবর্তী অংশ সেইসব কাহিনিতে উহ্য থাকে।

গোয়েন্দা কাহিনিতে অপরাধী চরিত্র গঠন : গোয়েন্দা কাহিনির ভিত্তি-ই হল গোয়েন্দা বা নায়ক চরিত্র এবং অপরাধী বা খলনায়ক চরিত্র। একটি কাহিনিতে এরা পরিপূরক সম্পর্কে অবস্থান করে। একজন ছাড়া আর একজন প্রায় অসম্ভব। কখনো কখনো অপরাধীর অবদান উহ্য হলেও দুজনেরই প্রসঙ্গ-ই কাহিনিতে তাৎপর্যপূর্ণ। একজন অন্যজনের পরিপূরক। ডিটেকটিভ বা গোয়েন্দা সাহিত্যের মূল উপজীব্য হল একটা রহস্য বা অপরাধ। এর পর আসে তার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ। খুঁজে বের করা হয় অপরাধের স্থান (কোনো কোনো ক্ষেত্রে), কাল (সময়), উপায়, উদ্দেশ্য এবং অবশেষে অপরাধীর (পাত্র) শনাক্তকরণের মাধ্যমে এর পরিণতি পায়।[৪]

গোয়েন্দা কাহিনি নির্মাণ পদ্ধতির একটি ছককে যেমন নির্দেশ করা যায়, তেমনই একথাও বলা যায়, কাহিনিতে প্রথমেই পাঠকের সঙ্গে সচরাচর অপরাধীর পরিচয় হয় না। রহস্যের সমাধান শেষে অপরাধীকে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন গোয়েন্দা স্বয়ং।

অপরাধীকে পাঠকের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে লেখককে তথা গোয়েন্দাকেও পাঠকের কাছে কয়েকটি ধাপের মধ্য দিয়ে তা সম্পন্ন করতে হয়। যদিও বা কিছু ক্ষেত্রে অপরাধীর চিহ্নিত প্রক্রিয়াটুকু কাহিনির সূচনাতে পাওয়া যায়, তবু, তার চরিত্র, মনোভাব আরো নিঁখুত বর্ণনা কাহিনির শেষেই বিশ্লেষিত হয়। মূলত অপরাধী চরিত্র গঠনের ওপরও কাহিনির পরিপূর্ণতা, বুননের দক্ষতা নির্ভর করে। বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির যে প্যাটার্ন বা ধাঁচ তা অনেকাংশে পাশ্চাত্য গোয়েন্দা কাহিনি থেকে অনুকরণ তা নির্দ্বিধায় স্বীকার্য। সেই ধাঁচ সম্পর্কে বলা যায়, অপরাধীকে পাঠকের সামনে পরিবেশন করারও যথেষ্ট ধাপ অনুসরণ করেন লেখক। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, -

> "The first part of the structure identified by Salgado is the *exposition* of events leading up to the situation requiring vengeance, in revenge tragedy, or investigation, in the crime novel. The second part of the structure is *anticipation* as the revenger plans his revenge, or the detective investigates the crime. The third step is the *confrontation* between revenger and victim, followed by the *partial execution* of the revenger's plan, or, as is often the case with the detective's investigation in the crime novel, the villain's temporary thwarting of it. The final part is the completion of the act of vengeance, or, in the case of crime fiction, the detective's final success in bringing the villain to justice (Salgado 1969: 17)."[৫]

অপরাধী চরিত্র গঠনের পদ্ধতিটিকে সাধারণ ভাবে চারটি ধাপ পেরিয়ে কাহিনিতে উপস্থাপন করা যেতে পারে—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 730 - 739
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তা হল, অপরাধীর কর্ম, অপরাধীর অপরাধের ধরন বা পদ্ধতি, গোয়েন্দাকে অপরাধীর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা, অপরাধীর সর্বসমক্ষে চিহ্নিত হওয়া, গোয়েন্দা বা পুলিশের কাছে অপরাধীর শাস্তি পাওয়া অবশেষে সকলের সামনে অথবা নিতান্ত তার কাছের কিছু স্বজন – বন্ধু - বান্ধবদের কাছে অপরাধীর অপরাধের কারণ প্রকাশ করে পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ হয়। যারা অধীর আগ্রহে রহস্যের কিনারার সমাধানের আশায় ছিল, তাদের কাছে অপরাধী চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে গোয়েন্দা দায় মুক্ত হন। লেখক তার লেখনীকে আরো ঋদ্ধ করে পাঠকের কাছে। একথাও, প্রসঙ্গত, উল্লেখ রাখা প্রয়োজন যে, সব গোয়েন্দা কাহিনিতে অপরাধী থাকে না। অপরাধের শুধুমাত্র উল্লেখ থাকে সেখানে। আবার অপরাধীর পরিচয় থাকলেও, সেখানে তার চরিত্র, অপরাধ করার কারন উহ্য থাকে। তবে, বাহুল্যবর্জিত, অপরাধীর মনস্তত্ত্ব কাহিনিকে সম্পৃক্তই করে।

- গোয়েন্দা কাহিনির সূত্রপাতে থাকে অপকর্ম। সেই অপকর্মের কর্মকর্তা আসলে কে, তা নিয়ে রহস্য ক্রমে জটিল হতে শুরু করে। এই রহস্যের জটাজাল ছাড়িয়ে প্রকৃত অপরাধীকে সনাক্ত করা-ই হল গোয়েন্দার মূল উদ্দেশ্য। রহস্য গল্পের প্রথমেই এই অংশটিকে লেখক প্রতিস্থাপন করেন। সেই প্রথম পাঠকের বিস্ময় এবং কৌতুহলের স্থল। কি অপরাধ ঘটেছে, তা পাঠককে জানিয়ে গোয়েন্দা তদন্ত শুরুর প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যান।
- গোয়েন্দা তদন্তেকর্মে নেমে প্রথমেই যে বিষয়টি সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করেন, তা হল--- অপরাধ কার্য কিভাবে করা হয়েছে? তা চুরি-ডাকাতি হোক বা খুন! অপরাধীর কাজের ধরন দেখে সম্ভাব্য অপরাধীদের একপ্রকার তালিকা তিনি প্রাথমিক ভাবে তৈরি করেন। তারপর সেই সম্ভাব্য তালিকা থেকে তার অভিজ্ঞতা, অনুমান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে পদ্ধতিটিকে এগিয়ে নিয়ে যান। অপরাধী কোন পদ্ধতিতে, কোন অস্ত্র ব্যবহার করে, কিভাবে কাজটি করেছেন, তা এই অংশে বিবৃত থাকে।

  এছাড়া, এখানে কার ক্ষতি হয়েছে, বা কে খুন হয়েছেন, কি ক্ষতি হয়েছে, অথবা কিভাবে, কেমন অবস্থায় ব্যক্তি খুন হয়েছেন তার বিবরণ থাকে, এই অংশে। একইসঙ্গে যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হলেন, বা আততায়ীর হাতে মারা গেলেন, তার সামাজিক প্রতিপত্তি সম্পর্কেও পাঠককে এই অংশে লেখক সচেতন করেন।
- গোয়েন্দা এই বিবরণ শুনে অথবা নিজে সরাসরি উপলব্ধি করে, তদন্তের কাজ শুরু করেন। ঘটনা ঘটার সময় কে কোন অবস্থানে ছিল, তার একটি প্রাথমিক মৌখিক বিবরণ তিনি সকলের থেকে জেনে নেন। কোনো অপরাধী পলাতক হলে, অথবা পারিবারিক ঘেরাটোপে গা-ঢাকা দিয়ে থাকলে গোয়েন্দা তাকে ধরতে প্রমাণের সংগ্রহ করতে থাকেন। পাঠককে অপরাধী সম্পর্কে দ্বিধান্বিত করার জন্য গোয়েন্দা তথা লেখকের অবদান যথেষ্ট।

  গোয়েন্দার সঙ্গে অপরাধীর এই অংশে সরাসরি কথোপকথন সম্ভব। অপরাধীর গোয়েন্দাকে বিভ্রান্ত করার, ফাঁকি দেওয়ার অনবরত চেষ্টা থাকে। কখনো কখনো মারনাস্ত্র সহ যুদ্ধও সম্ভব। বিভিন্ন রকম কৌশল পদ্ধতি অবলম্বন করে কখনো তীব্র, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে বাকযুদ্ধে অপরাধীকে পরাস্ত করে সনাক্ত করে।
- সমস্ত তথ্য প্রমাণ সহ গোয়েন্দা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা প্রায় সকল ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে সভার আয়োজন করে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই ঘটনাস্থলে অপরাধীও উপস্থিত থাকে। যদিও সে তখনো জানে না, গোয়েন্দার তীব্র বুদ্ধি তাকে ধরে ফেলেছে। গোয়েন্দা তার আভাসমাত্রও অপরাধীর কাছে বুঝতে দেয় না। গোয়েন্দা ঘটনার আনুমানিক সত্য উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কাছে কাহিনির আকারে বিবৃত করার চেষ্টা করে। সেই কাহিনি বিবৃতির মধ্য দিয়েই গোয়েন্দা অনবরত অপরাধীর দেহাবয়ব নজরবন্দী করতে থাকে। তার মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করেন। কাহিনি শুনতে শুনতে অপরাধী উত্তেজিত হয়ে পড়লে গোয়েন্দা সর্বসমক্ষে অপরাধীকে সনধরা ক্ত করে।

- অপরাধী সর্বসমক্ষে চিহ্নিত হলে, গোয়েন্দা পুলিশের কাছে ভারতীয় সংবিধান মেনে তাকে হস্তার্পণ করে। কখনো কখনো অপরাধী অবশ্য পালিয়ে যায়, ক্ষেত্রবিশেষে অপরাধীর অপরাধ বুঝে সে কখনো পালিয়ে গেলেও গোয়েন্দা তাকে বাধা দেয় না। কখনও কখনও অপরাধী গোয়েন্দাকে ফাঁকি দিয়ে আত্মহত্যা করে বসে। কাহিনিতে এমন পরিস্থিতি সেক্ষেত্রে এক ট্র্যাজিক কাহিনিতে পরিণত হয়।
- এরপরের যে অংশটি তা গোয়েন্দা কাহিনির তথা অপরাধীর চারিত্রিক গুণাবলী বুঝতে চেষ্টা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। অপরাধী কেন, কোন পরিস্থিতিতে অপরাধ করল? নাকি করতে বাধ্য হল, তার আনুমানিক

  সত্যকাহিনি বা সম্পূর্ণ সত্য কাহিনি উপস্থিত শ্রোতামন্ডলী বা পাঠকের উদ্দেশ্যে বলে। এই অংশেই অপরাধীর অপরাধ করার আগে বা অপরাধ করার সময় মনোভাব কেমন ছিল? তার শারীরিক কোনো ত্রুটির কারণেই তার এই অপরাধ মনস্কতা কিনা, তা এই অংশেই পাঠককে তিনি বিস্তৃত ভাবে জানান।

প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গোয়েন্দা কাহিনির গঠন অথবা কাহিনিতে অপরাধীকে উপস্থাপন করার নির্মাণ কম-বেশি এমনই পরিলক্ষিত হয়। তবে, সময়ের প্রেক্ষিতে এবং স্বতন্ত্র লেখক সত্তার ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই নির্মাণের রদবদল হয়।

অপরাধী চরিত্র নির্মাণ ও পদ্ধতিকে সাধারণ এবং স্থূলভাবে কয়েকটি দশকের বিশ্লেষণে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে তুলে ধরা যেতে পারে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধী চরিত্র লেখকের লেখনীতে কেমন আকারে পরিবেশিত হয়েছে তা দশকের বিশ্লেষণে ধারনা পাওয়া যেতে পারে –

সময়কালের বিচারে অপরাধীর এই বিভাজনকে আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি পর্বে বিভাজন করা হল —

ক. প্রথম পর্ব (ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ্ব থেকে বিশ শতকের বিশ-ত্রিশের দশক) (১৮৯০ - ১৯২০)
খ. দ্বিতীয় পর্ব (বিশ শতকের বিশ-ত্রিশের দশক থেকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়) (১৯২০ - ১৯৫০)
গ. তৃতীয় পর্ব (স্বাধীনতা পরবর্তী সময়- সত্তরের দশক)
ঘ. চতুর্থ পর্ব (সত্তরের দশক থেকে বিশ্ব-উষ্ণায়ন পূর্ববর্তী অবস্থা)

ক. প্রথম পর্ব (ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ্ব থেকে বিশ শতকের বিশ-ত্রিশের দশক) : ঊনবিংশ শতকে ঠগীর অত্যাচারের বাড়বাড়ন্তের পর থেকে কাহিনি আকারে সেইসব ঘটনা লিখিত ভাবে আবদ্ধ হতে থাকে। ঊনবিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকে ইংরেজিতে কিছু পুলিশি কাহিনির উল্লেখ পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে, বাংলা ভাষাতেও, গিরিশচন্দ্র বসুর লেখাতে পুলিশ কাহিনি পাওয়া যায়, তবে, অধ্যাপক সুকুমার সেন ১৮৫৫ সালে যে বইটির ইংরেজি পুলিশ কাহিনির উল্লেখ করেছেন, তারই বাংলা সংস্করণের সম্পাদিত রূপটি ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে প্রকাশ পায় বলে, অধ্যাপক সেন অনুমান করেন। সেই অনুযায়ী, ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ্ব থেকে অপরাধমূলক কাহিনি গুলির তথা অপরাধী চরিত্রের নির্মাণের উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই কাহিনি গুলিতে পরিকল্পনা করে প্লট সুসজ্জিত ভাবে নির্মিত হয়নি, বিবরণ আকারে সত্য ঘটনা, অপরাধের ঘটনা, অপরাধীর বর্ণনা বলা আছে মাত্র। ‘বাঁকাউল্লার দপ্তর’ এর ক্ষেত্রে যেমন ঘটনা-ই বিবৃত আছে। সাহিত্য গুণের লক্ষ্মণের আধিক্য এখানে নেই বললেই চলে। এরপরে অপরাধ কাহিনির উল্লেখ পাওয়া যায়, গিরিশচন্দ্র বসুর ‘সেকালের দারোগা কাহিনী’, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘দারোগার দপ্তর’-এর কাহিনিগুলিতে। এখানে লেখকের নির্মাণের পরিকল্পনার কিছু পরিচয় মেলে। লেখক ভয়ংকর, বীভৎস অপরাধমূলক কাহিনি পরিকল্পনা করেই পাঠকের কাছে পরিবেশন করেছেন। লেখনীতে সেই পরিকল্পনার চেহারার পরিচয় মেলে। কাহিনি শেষে অপরাধীর যথাযথ, সূক্ষ্ম, স্পষ্ট মনস্তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই পর্বের কাহিনিগুলিতে তখনও গোয়েন্দার ভূমিকা সক্রিয় হয়নি। বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনি রচনার প্রবণতাও অধিক হয়ে ওঠেনি। ইংরেজ সরকারের অধীনে কর্মরত দারোগারা কর্মসূত্রে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে তাদের অভিজ্ঞতাকে একত্র করে অপরাধমূলক কাহিনিগুলিকে সংঘবদ্ধ করেছেন। তাদেরই অভিজ্ঞতা থেকে কাহিনিগুলি সংগ্রহ

করেছেন। অধিকাংশ কাহিনিই সত্য, চরিত্রেরা সত্য। কাহিনির বিবরণের ঘনঘটা সেখানে নেই, জটিলতা নেই। বর্ণনা বেশ সরল।

অপরাধের মাত্রা কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ, আবার কিছু ক্ষেত্রে বীভৎসও বটে। ঠগী, জলদস্যুদের প্রসঙ্গ এই সময়ের কাহিনিতে উঠে এসেছে। ঠগীদের ভয়ঙ্কর, নৃশংস কার্যকলাপের ঘটনা 'বাঁকাউল্লার দপ্তর'এর কাহিনিতে, নীল চাষে অত্যাচারী জমিদারদের কৃষকদের প্রতি অত্যাচারের ঘটনা, সেই সংক্রান্ত অপরাধের কথা গিরিশচন্দ্র বসুর 'সেকালের দারোগা কাহিনী'তে উঠে এসেছে।

এই সময়ের অপরাধীদের প্রসঙ্গ পরিকল্পনামূলক বা পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে লেখক তুলে ধরেননি, কখনও কাহিনির মধ্য অংশ, কখনো শেষাংশে কাহিনির স্বার্থে প্রসঙ্গত উল্লেখ হয়েছে, অপরাধীদের নাম অথবা বর্ণনা বা মনস্তত্ত্ব, অপরাধের কারণ প্রভৃতি। তবে, রহস্যের জটাজাল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাহিনির পরিণতি অংশেই পাঠকের কাছে উন্মোচিত হয়েছে।

খ. দ্বিতীয় পর্ব (বিশ শতকের বিশ-ত্রিশের দশক থেকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়) (১৯২০ - ১৯৫০) : বিশ শতকের বিশ-ত্রিশের দশক থেকে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্যে লেখনীতে রদ-পরিবর্তন হল অথবা রদবদল হওয়ার প্রয়োজনীয়তার তাগিদও অনুভব করল লেখকগোষ্ঠী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে ভৌগোলিক দূরত্ব বাড়ল, জানার ব্যাপ্তি বিস্তৃত হল। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতি বৃদ্ধি পেল দেশীয় লেখকদের। তার ফলে তাদের মধ্যে অনুবাদ সাহিত্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল। বিদেশীয় ভাষায় গোয়েন্দা কাহিনি গুলি বাংলা ভাষায়, এ দেশীয় জল-হাওয়ায়, ভৌগোলিক অবস্থানে এই দেশের লেখকের হাতে অনুবাদ এবং বাঙালির উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশিত হতে থাকে। অনুবাদের ফলে স্বতন্ত্র রূপের কিছুটা অভাব এই সময়ের বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে দেখা যায়। বিদেশীয় ভাষার ফরম্যাট বা গঠন অনুকরণ করার একপ্রকার বৈশিষ্ট্য এই সময়ের কাহিনিতে চোখে পড়ে, যথেষ্টভাবে। যদিও, সকল কাহিনি সম্পূর্ণ অনুবাদ নয়, কিছু ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রও বটে।

গোয়েন্দার সাগরেদ, সাহায্যকারী পোষ্য, ত্রিশূল গোয়েন্দার অবদান, বৈজ্ঞানিক ল্যাবের ব্যবহার, নানাবিধ কেমিক্যাল ব্যবহার করে অপরাধীর অপরাধ করার প্রবণতাও এই সময়কালের কাহিনিতে লক্ষ্য করা যায়।

কাহিনির নির্মাণপদ্ধতি সম্পর্কে এবারে আলোচনা করা যেতে পারে। অভিজ্ঞতার কাহিনির পর, অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ এবং তার পরবর্তীতে নিজস্ব কাহিনি গঠন করার তাগিদ এই সময় বাংলা সাহিত্যের লেখকেরা অনুভব করে। অভিজ্ঞতার কাহিনি এই পর্বে তেমন পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু, অনুবাদের একটি ধারা যেহেতু লক্ষ করা যায়, ফলে নির্মাণ পদ্ধতির মধ্যেও সামগ্রিক গঠনে অনুকরণের একটি দিক প্রকাশ পায়। পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ লেখকের রচনায়, গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টিতে শার্লক হোমসের ছায়া চোখে পড়ে।

তবে, কিছু কিছু মৌলিক গোয়েন্দা কাহিনি তথা কাহিনির আদলও এই সময় সৃষ্টি হয়। অ্যাডভেঞ্চার মূলক কাহিনি, কিশোর গোয়েন্দা কাহিনি লেখার আধিক্য এই সময় পর্বে বাড়তে থাকে। বাঙালি অভিনব কিছু সৃষ্টির স্বাদ উপভোগ করে। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা অথবা অনুবাদ বা অনুকরণ নয়, নতুন কাহিনি বাংলা সাহিত্যকে ঋদ্ধ করে। বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন শাখা দিক বিস্তৃত করতে থাকে। যদিও যে বা যে সকল লেখকেরা এই সময় গোয়েন্দা কাহিনি রচনা করেন, অপরাধ কাহিনি অথবা অপরাধী মনস্তত্ত্ব হিসাবে তারা উপরিউক্ত অর্থাৎ, প্রথমে অপরাধ কি ঘটেছে তার প্রাথমিক বর্ণনা থাকে, তারপর গোয়েন্দার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে, গোয়েন্দা তার তীর্যক বুদ্ধি, কূট কৌশল বুদ্ধি দ্বারা কখনও পুলিশের সাহায্যে বা বন্ধুর সাহায্যে অপরাধী সনাক্ত করেন। রহস্য উদঘাটনের পর্ব সমাপ্ত হলে গোয়েন্দা আয়োজন সহকারে, কখনও বিশেষ সভা আয়োজন করে পরিচিত ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের কাছে তার রহস্য সমাধানের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করে অপরাধীকে উপস্থিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাছে তথা পাঠকের কাছে পরিচয় করান।

আয়োজন করে অপরাধীর অপরাধ করার সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করে অপরাধীর মনস্তত্ত্ব সহ কাহিনি আকারে রচনা এই পর্বে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

বাংলা সাহিত্যে মৌলিক বা নিজস্ব কাহিনি নিয়ে যে সকল রচনা হয়েছে, তার রচনাকৌশল প্রায় একই পদ্ধতি অনুসরণ করে কম-বেশি নির্মিত হয়েছে। তবে, রচনার গুণের ক্ষেত্রে বলা যায় সাহিত্য রস-সমৃদ্ধ গুণান্বিত কাহিনি গোয়েন্দা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গড়ে উঠতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছে। গোয়েন্দা কাহিনিকে বড়দের মনোভাবে, আত্মীকরণে রূপ দিয়েছেন হেমেন্দ্র কুমার রায়। তাঁর বেশ কিছু রচনায় মনস্তত্ত্বের বেশ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এরপরে স্পষ্টতই স্বীকার করে নিতে হয়, বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিকে বড়দের জন্য সুখকর পাঠের মাত্রা প্রদান করেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী রচনায় গোয়েন্দা কাহিনি কিশোরদের জন্যই যথোপযুক্ত ছিল, যদিও ব্যোমকেশের কাহিনি গুই এই তকমার ব্যতিক্রম। একটি সুষ্ঠ নির্মাণ এবং সমৃদ্ধ রসাশ্রয়ী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য শুধুমাত্র নয়, বাংলা সামগ্রিক সাহিত্যকেও ঋদ্ধ করেছে। এক্ষেত্রে বলা যায়, ব্যোমকেশের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কাহিনিগুলি-ই স্বাধীনতা পরবর্তী কাহিনিগুলির তুলনায় বেশি সমৃদ্ধ।

গ. তৃতীয় পর্ব (স্বাধীনতা পরবর্তী সময়-সত্তরের দশক) : স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময় পর্বের কাহিনিকে পর্ব হিসাবে বিশেষ ভাবে পৃথক করা চলে না। সাহিত্য মাত্রই আসলে সমাজের এক বহমান রূপ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই তার রদবদল চলে মাত্র। তবু, প্রবহমানতার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবণতা অনুযায়ী সামান্য হেরফেরের ধরনে পার্থক্য ঘটে। দেশ তথা বাংলা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়ার পর বাঙালির সমগ্র চিন্তাভাবনা, সমাজে ব্যাপক এক পরিবর্তন ঘটে। সাহিত্যে তার রূপ প্রতিফলিত হবে, এও বলাই বাহুল্য।

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে কৃষ্ণার মতো চরিত্রেরা এসেছে। মহিলা গোয়েন্দার মুখে মেয়েদের জন্য প্রতিবাদের ভাষা এবং সামাজিক কল্যাণমূলক বার্তা অনেক বেশি করে পাঠকের সামনে এসেছে। আলাদা করে গঠনভঙ্গীতে যে রদবদল হয়েছে, এমনটা বলা যায় না। বিষয়ের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে। কাহিনিতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক আনুসাঙ্গিক চরিত্রেরা যুক্ত হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে কাহিনি প্রয়োজনের তুলনায় অধিক দীর্ঘ হয়েছে। যদিও তা লেখক বা কাহিনির প্রেক্ষিতে নির্ভর করে ঠিকই; তবু, কাহিনির নির্মাণকে দুর্বল করে তোলে।

একইসঙ্গে, অপরাধী চরিত্রটিও যেহেতু কাহিনির নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হয়, ফলে অপরাধী চরিত্রের গঠনও কাহিনির বুননের সঙ্গে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের কাহিনিতে অপরাধ এসেছে ঠিকই, কিন্তু, অপরাধ ব্যতিরেকে আরো কয়েকটি বিষয় কাহিনির যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে কাহিনির নির্মাণ শুধুমাত্র অপরাধ কাহিনিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বেশ কিছু কাহিনিতে, কাহিনির গতি যথেষ্ট ধীর হয়ে পড়েছে। পাঠকের আগ্রহ সেক্ষেত্রে কমে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

ঘ. চতুর্থ পর্ব (সত্তরের দশক থেকে বিশ্ব-উষ্ণায়ন পূর্ববর্তী অবস্থা) : সমাজে কোনো বিপ্লবের ফল, গুণসম্পন্ন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক বিপ্লব আনে। ভাবনায়-বিষয়ে-কাহিনিতে রদবদল হলেও, নির্মাণে যে বিশেষ পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়, এমন বলা যায় না। সত্তর দশক পরবর্তী সময়ে বাংলার সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি বড় উত্তাল। ক্রমে জটিল হচ্ছে সময় এবং পরিস্থিতি। ফলে, মানুষের মন-মানসিকতাও হয়ে উঠছে জটিল। কখনো কখনো বিকৃত থেকে বিকৃততর। কাহিনির বিষয়ও ক্রমে আরো জটিল হচ্ছে। কাহিনিতে আক্রান্ত এবং আক্রমণকারী ব্যক্তির মধ্যে অনেক সময়ই গুরুতর মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ফলত, গোয়েন্দা কাহিনি শুধুমাত্র কিশোর কাহিনি নয়, বড়োদের পাঠেরও অনুকূল হয়ে উঠছে। এছাড়া, অপহরণের মাত্রা পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালে কাহিনিতেও বাড়ছে। বিষয়ের দিক থেকে নানান মাত্রা আরো যুক্ত হলেও নির্মাণে খুব বিশেষ পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না, একথা বলা যায়।

তবে, প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে সাম্প্রতিক কালে অর্থাৎ, একবিংশ শতকের প্রথমার্ধ্বে নির্মাণ রীতিতেও নানারকম পরীক্ষা-নীরীক্ষা করার চেষ্টা করছেন সাম্প্রতিক কালের লেখকেরা। আখ্যানের নির্মাণ রীতির ভাঙা-গড়া চলছে। একটি কাহিনি চলমান অবস্থায়, সেখানে আরো একটি বা দুই তিনটি কাহিনির ধারা সমান্তরালে বিষয়বস্তু হয়ে উঠছে। এই দুটি তিনটি কাহিনির মধ্যে সূক্ষ্ম মিল কোথাও থেকে যাচ্ছে। যা কাহিনির শেষে লেখক তিনটি প্রবাহকে একত্রিত করেছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে গঠনেও অভিনবত্ব এসেছে।

ফলত সব মিলিয়ে শুধুমাত্র বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তুতেই পরিবর্তন এসেছে, এমন নয়। গোয়েন্দা কাহিনির নির্মাণের ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব এসেছে, নতুন নতুন চিন্তার বিকাশের ছাপ পাওয়া গেছে।

এছাড়া শুধু গোয়েন্দা কাহিনি নয়, অপরাধী চরিত্রের নির্মাণের ক্ষেত্রেও রদবদল হয়েছে। অপরাধীকে কিভাবে পাঠ্যে উপস্থাপন করা হবে, তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও যেমন হয়েছে, তেমন রদবদলও হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীর ধরনও বদলেছে স্বাভাবিকভাবে। একইসঙ্গে, অপরাধীর চরিত্রেরও পরিবর্তন হয়েছে।

পুলিশি কাহিনি-দারোগা কাহিনির ক্ষেত্রে অনেকক্ষেত্রে অপরাধী চরিত্রের এমন কিছু প্রসঙ্গত উল্লেখ রয়েছে, যারা বাস্তবিক চরিত্র। পরবর্তীতে, কাহিনিগুলিতে কাল্পনিক চরিত্ররা উঠে এসেছে। এই প্রসঙ্গে, সময়ের তুলনা করলে বলা যায়, কাল্পনিক অপরাধী চরিত্রগুলি ধীরে ধীরে বাস্তবসম্মত উপায়ে অনেক বেশি পরিণত হয়েছে।

সবমিলিয়ে বলা যায়, বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির বিষয়বস্তু, গোয়েন্দার গাম্ভীর্য, অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ল্যাবের ব্যবহার, অপরাধী ধরার কৌশল, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থায়, অপরাধের ধরনে, কৌশলে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনই গোয়েন্দা কাহিনির নির্মাণেও, অপরাধী চরিত্রকে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রেও, অপরাধী চরিত্রের গঠনেও পরিবর্তন ঘটেছে।

Reference:

১. দাশগুপ্ত, প্রসেনজিৎ, *সাহিত্যের গোয়েন্দা,* কলকাতা: পরশপাথর প্রকাশন, পৌষ ১৪১৯, পৃ. ১৬৩
২. সেন, সুকুমার, *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, জুন ২০১৫, পৃ. ১১
৩. Auden, W.H. 'The Guilty Vicarage', *Detective Fiction: A Collection of Critical Essys*, 1980, p. 15
৪. বসু, প্রলয়, *গোয়েন্দা রহস্যের সন্ধানে,* কলকাতা: খড়ি প্রকাশনী, কলকাতা পুস্তকমালা ২০২০, পৃ. ২৬
৫. Scaggs, John, *Crime Fiction*, Oxon: Routledge, 2005, p. 11 - 12

Bibliography:

কুন্ডু তন্ময়, *একটি গোয়েন্দা কাহিনি একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক পাঠ,* কলকাতা, তবুও প্রয়াস, সেপ্টেম্বর ২০২২
গোস্বামী পরিমল, *ইংরেজ ডিটেকটিভের চোখে প্রাচীন কলকাতা (অনু),* কলকাতা, উর্বী প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০৯
ঘোষাল পঞ্চানন, *অপরাধ বিজ্ঞান,* কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।
দাশগুপ্ত প্রসেনজিৎ, *গোয়েন্দাচরিত,* কলকাতা, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ২০১৭
দাশগুপ্ত প্রসেনজিৎ, *রহস্যগল্পের নায়কেরা,* কোলকাতা, আত্মজা পাবলিশার্স, ২০১৯
দাশগুপ্ত প্রসেনজিৎ, *সাহিত্যের গোয়েন্দা,* কলকাতা, পরশপাথর প্রকাশন, পৌষ ১৮১৯
প্রলয় বসু, *গোয়েন্দা রহস্যের সন্ধানে,* কলকাতা, খড়ি প্রকাশনী, কলকাতা পুস্তকমালা ২০২০
মল্লিক ভক্তিপ্রসাদ, *অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৩
রোহিণী ধর্মপাল, *অপরাধ ও অপরাধীর পুরোনতুন কাহিনী,* কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কল্পতরু দিবস, ২০২০
সেন সুকুমার, *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জুন ২০১৫

ইংরেজি গ্রন্থ :

Auden, W.H. 'The Guilty Vicarage', *Detective Fiction: A Collection of Critical Essys*, 1980
David Canter, *Criminal Psychology*, Great Britain: Hodder Education, 2008
Scaggs John, *Crime Fiction*, New York: Routledge, 2005
Schoop Robert F., *Automatism Insanity And The Psychology of Criminal Responsibility*, USA: Cambridge University Press, 1991